সদ্ভাব কুসুম
বা
সাদীর কালাম

শেখ হবিবর রহমান সাহিত্যরত্ন এল, টি,

মূল্য ।৵০ ছয় আনা মাত্র।

প্রকাশক—

শেখ ফজলর রহমান,

সহকারী সেক্রেটারী,

পুলুম আঞ্জামনে হেমায়তুল ইস্‌লাম,

পোঃ বুনাগাতি, যশোহর।

প্রাপ্তিস্থান ঃ—

১। মোহাম্মদ ফাজেল এণ্ড সন্স

১৩৯ নং মেছুয়া বাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

২। মখদুমী লাইব্রেরী

১৫নং কলেজস্কোয়ার, কলিকাতা।

৩। মোহাম্মদী বুক এজেন্সী

২৯নং আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা

প্রিণ্টার্স—

মোহাম্মদ খায়রুল আনাম খাঁ

মোহাম্মদী প্রেস

২৯ নং আপার সাকুলার রোড, কলিকাতা।

সাইদ্ আওয়ারাদ কওলে সাদী বজায়ে,

কে তওফিয়ে মোল্‌ক্ আস্ত্ ও তদবির্ ও রায়ে

ভাগ্যবান জনে সাদীর কালাম

অনুযায়ী সদা করে কাজ,

জ্ঞান উপদেশ, দেশের কল্যাণ

সকলি পাইবে এরি মাঝ।

গৌরবোন্নত ফুলতলা মাদ্রাসার সংস্থাপক

সমাজের অক্লান্তকর্ম্মী

আমার একান্ত শ্রদ্ধাভাজন জনাব

মৌলভী মোহাম্মদ কাছেম সাহেবের

কর-কমলে—

প্রস্তাবনা

পারস্যের অমর কবি শেখ সাদীর (আঃ) নাম কে না শুনিয়াছেন? তাঁহার গ্রন্থগুলি সমগ্র জগতে দীর্ঘকাল ধরিয়া সর্ব্ব সাধারণ কর্ত্তৃক যেরূপ বিস্তৃত ভাবে পঠিত ও আদৃত হইয়া আসিতেছে অন্য কোন দেশের কোন কবির গ্রন্থ তদ্রূপ হইয়াছে কি না সন্দেহ। দৈনন্দিন জীবনের প্রত্যেক অবস্থায় শেখ সাদীর বচনাবলী নীতি উপদেশ প্রদান করে।

উক্ত মহাকবির প্রসিদ্ধ গ্রন্থ গোলেস্তাঁ হইতে কতকগুলি নীতি-উপদেশ এই ক্ষুদ্র পুস্তক "সদ্ভাব কুসুম বা সাদীর কালামে" প্রকাশ করা হইল। উপরে মূল বয়াতটি বাঙ্গালা অক্ষরে লিখিয়া নিম্নে কবিতায় তাহার অনুবাদ দেওয়া হইয়াছে। অনুবাদে ভাবের ঐক্যের দিকে অধিকতর দৃষ্টি রাখিয়াছি। আমার এই অনুবাদে মূল বয়াতের সৌন্দর্য্য যে বহু পরিমাণে ক্ষুণ্ণ হইয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু আমি মূল সৌন্দর্য্য রক্ষার জন্য চেষ্টার ক্রটী করি নাই, ইহাই আমার একমাত্র কৈফিয়ত।

বাঙ্গালা অক্ষরে ফারসী বয়াত ঠিক ভাবে লিখিত হওয়া সম্ভবপর নহে। কোন ফারসী ভাষাভিজ্ঞ ব্যক্তির সাহায্যে পড়িলে উচ্চারণ নির্ভুল হইতে পারিবে। স স্থলে ছ এবং অা স্থানে আরবী আয়েন ع অক্ষরের ন্যায় উচ্চারণ হইবে।

আশাকরি আমার এই সামান্য পুস্তকখানি সুধিবৃন্দের স্নেহ-দৃষ্টি লাভে ধন্য হইবে। সেপ্টেম্বর—১৯২৫

বিনীত—

শেখ হবিবর রহমান

দ্বিতীয় সংস্করণের বিজ্ঞাপন

দয়াময় খোদাতালার অনুগ্রহে "সদ্ভাব কুসুম বা সাদীর কালাম" নিঃশেষিত হওয়ায় উহা দ্বিতীয়বার মুদ্রিত হইল। বর্ত্তমান সংস্করণে দু' একটি অনুবাদের সামান্য বা সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন করিয়াছি।

কবিতাগুলি যাহাতে সাধারণ পাঠকগণের পক্ষে পড়িবার সুবিধা হয় তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখিয়া যতি বিভাগ করিয়া মুদ্রিত হইল।

নভেম্বর—১৯২৭।

বিনীত

শেখ হবিবর রহমান

সদ্ভাব কুসুম

বা

সাদীর কালাম

১

আয় বর্‌তর্ আজ্ খেয়াল্ ও কেয়াস্ ও গুমান্ ও অহম্
অজ্ হর্‌চে গোফ্‌তাআন্দ, শনিদেম্ ও খান্দায়েম্
দফ্‌তর্ তামাম্ গশ্‌ত ও বপায় । রসিদ্ ওম্‌র্
মা হামচুনা দর্ আউওল অস্‌ফে তু মান্দা য়েম্ ।

যা কিছু শুনেছি যা কিছু বুঝেছি
তার চেয়ে তুমি উপরে,
আমার কল্পনা আমার খেয়াল
পারে না তোমারে ধরিতে ;
জীবন আমার আসিল ফু'রায়ে
হইল অসাড় লেখনী
আজিও যে আমি তেমনি অক্ষম
তব গুণ গান করিতে !

২

বর্গে দরখ্তানে সব্জ্
দর্ নজরে হুশ্ইয়ার
হর্ অরকে দফ্তরিস্ত্
মা রেফতে কের্দ্দগার!

সবুজ গাছের প্রত্যেক পাতাটী
জ্ঞানী মানবের নয়নে
বিরাট দর্শন, লিখিত তাহায়
বিভু-পরিচয় গোপনে।

৩

বালাগল্‌ওলা বে কামালিহী
কাশাফাদ্দোজা বে জামালিহী
হাসনত্‌ জামিয়ে খেসালিহী
সল্লু আলায়হে ও-অলিহী।

অতি উচ্চ তব মহিমা মহান
পূর্ণতার হেতু হে নবী,
তব মাধুরীতে অমার আঁধার
বিদূরিত আজি রে সবি!

অতীব সুন্দর অতীব সুন্দর
তোমার সকল স্বভাবই !
সহস্র দরুদ উপরে তোমার
হে নবী রসুলে আরবী !

৪

আব রো বাদ্ ও মাহ্ খোরশেদ্
ও ফলক্ দর্ কার্ আন্দ
তাতু নানে বকফ্ আরি
ও বগফ্লত্ না খোরি,
হামা আজ বহরে তু
সর্গশ্তা ও ফর্মাঁ বরদার্
শর্তে ইন্সাফ্ না বাশদ্
কে তু ফর্মাঁ না বরি।

রবি শশী মেঘ বাতাস আকাশ
নিরত করম সাধনে
এ হেতু, যে, তুমি পাইবে খোরাক
কিন্তু উদাসীন রবেনা ;

সকল সংসার নিয়ত ব্যগ্র
তোমার সেবার কারণে
তুমি যদি সেবা নাহি কর তাহা
কভু সুবিচার হবে না।

৫

আয় মোর্‌গে সহর্‌ এশ্‌ক্‌ যে পরওয়ানা বেয়ামুজ
কাঁ সুখ্‌ তারা জাঁ শোদ ও আওয়াজ নয়ামাদ্‌
ইঁ মদ্দায়ীন দর তলবশ্‌ বে খবরন্দ্‌
কাঁরা কে খবর শোদ্‌ খবরশ্‌ বাজ্‌ নয়ামাদ।

রে প্রভাত-পাখী, প্রেম কি ?
দিবে পতঙ্গম শিখায়ে,
নীরবে নীরবে জ্বলিয়া
দেয় আপনায় বিকায়ে!
বেশী কথা কয় যাহারা
প্রেমের খবর রাখেনা
যাঁরা জানে ভবে প্রেম কি
আছেন তাঁহারা লুকায়ে।

৬

গেলে খোশ্ বুয়ে দর্ হাম্মাম রোজে
রসিদ্ আজ্ দস্তে মাহবুবে বদস্তম্
বদো গোফ্তম্ কে মেশ্কি ইয়া আবিরী ?
কে আজ্ বুয়ে দিলা বেজে তু মস্তম্।
বোগোফ্তা মন্ গেলে না চিজ বুদম্
অলিকেন্ মোদ্দতে বা গুল্ নিশাস্তম্
জমালে হামনিশিন্ দর্‌মন্ আসর কর্দ্দ,
অগর্ না মন্ হমাঁ থাকম্ কে হস্তম্।

সুগন্ধ-মধুর কর্দ্দম মোরে একদা
দিলেন বন্ধু ছিলাম যখন নাইতে,
কহিলাম তারে,— কস্তুরী কিম্বা কি তুমি ?
সুবাসে তোমার ব্যাকুল এ মন তাইতে।
কহিল সে মোরে তুচ্ছ কর্দ্দম আমি গো
ফুল সহ ছিনু কত কাল এক ঠাঁইতে ;
সঙ্গীর গুণ পশিয়াছে মম মাঝে গো
নইলে কাদায় সুবাস কি এত পাইতে ?

৭

চু আহঙ্গে রফ্‌তন্ কুনদ্ জানে পাক্
চে বর্ তখ্‌ত্ মোরদন্ চেবর্ রুয়ে খাক্

এ দেহ হইতে জীবন যখন
বাহির হইতে চাহিবে
চারু সিংহাসন মৃত্তিকা-আসন
প্রভেদ কিছু না রহিবে।

৮

বস্ নামোয়ার বজেরে জমীন্
দফন্ কর্দা আন্দ
কজ হস্তিয়শ্ বরুয়ে জমীন
বর নেশাঁ না মান্দ্
জেন্দা আস্ত্ নামে ফর্‌রোখ্
নওশেরওয়াঁ বখায়ের্
গর্‌চে বসে গোজাশ্‌ত্ কে
নওশেরওয়াঁ নামন্দ্।
খায়রে কুন্ আয় ফলাঁ
ও গণিমত্ শোমার্ ওমর্
জাঁ পেশ্‌তর কে বাজ্ বর্ আয়াদ্
কে ফলাঁ না মন্দ্।

কতই বিখ্যাত লোক,   এই মৃত্তিকার নীচে
হয়েছেন সমাহিত, কোন চিহ্ন নাই তার,
আছে নাম নওশেরওয়াঁ   একি ভাবে সঞ্জীবিত
যদিও গেছেন তিনি, তেয়াগিয়া এ সংসার।
জীবন অমূল্য ধন,   কর কাজ তার আগে
যে দিন শুনিবে সবে—তুমি ভবে নাই আর ॥ ৮

৯

তা মর্দ্দ্ সোখন্ না গোফ্তা বাশদ্
আয়েব্ ও হুনরশ্ নেহোফ্তা বাশদ্
হর্ বেশা গোমাঁ মবর্ কে খালিস্ত্
বাশদ্ কে পলঙ্গ্ খোফ্তা বাশদ্ ।

কোন কথা নাহি   কহিলে
দোষ গুণ রহে   গোপনে ;
থাকিবারে পারে   লুকায়ে
শার্দ্দুল প্রত্যেক   কাননে ।

১০

নিম্ নানে গর্ খোরদ্ মর্দ্দে খোদা
বজ্লে দোরবেশা কুনদ্ নিমে দিগর্ ।

হফ ত্ একলিম্ গর্ বেগিরদ্ পাদ্‌শা
হাম্‌চুনা দর্ বন্দে একলিমে দিগর ॥

আ'ধখানি রুটি খাইলেও
যাঁহারা খোদার পেয়ারা
অপর অৰ্দ্ধেক বিলায়ে
দেন দীন হীনে তাঁহারা।
মনে মনে সদা ভাবে গো
কেমনে পারিবে লভিতে
অপর রাজ্য সহজে
সপ্ত রাজ্যপতি যাঁহারা।

১১

আজাঁ। কজ্ তু তর্‌সদ্ বেতর্‌স্ আয় হাকিম্
অগার্ বা চনুসদ্ বরআয়ী বজঙ্গ
আজাঁ। মার বর্ পায়ে রায়ে জনদ্
কে তরসদ্ সরশ্ রা বোকুবদ্ বসঙ্গ
না বিনি কে চু গোর্‌বা আজেজ্ শওদ্
বর্ আরদ্ ব চঙ্গাল চশ্‌মে পলঙ্গ্।

যে জন তোমারে ডরে ডর ডর তাহারে
শত গুণ শ্রেষ্ঠ তুমি হইলেও হে জ্ঞানি ;
বিষধর এই ভয়ে কামড়ে গো রাখালে
কখন তাহার শির বিচূরিবে কি জানি।
বিড়াল মরিয়া হ'লে নখরের আঘাতে,
উপাড়ে বাঘের আঁখি কোন বাধা না মানি ॥

১২

বনী আদম আজায়ে এক্ দিগরন্দ্
কে দর্ আফরিনেশ্ জ এক জওহর আন্দ্
চূ অজবে বদর্দ্দ আওয়ারদ্ রোজগার্
দিগর্ অজ্ব্ হারা নামানদ্ কারার্
তুকেজ্ মেহ্নতে দিগরাঁ বেগমী
নশায়দ্ কেনামত্ নেহদ্ আদমী !

মানব সকল একে অপরের অংশ,
সবাই যখন এক আদমের বংশ।
শরীরের যদি এক ভাগে হয় বেদনা
হয় গো অধীর সকল শরীর, জান না ?

পরের বিপদে থাক উদাসীন কেমনে ?
মানব নামের অযোগ্য তুমি এ ভুবনে !

১৩

জালেমেরা খোফ্‌তা দিদম নিম্‌রোজ
গোফ্‌তম্ আঁ ফেত্‌নাস্ত্‌ খাবশ্‌ বোর্দা বেহ্‌
আঁকে খাবশ্‌ বেহ্‌তর আজ বেদারিস্ত্‌
আঁচুনা বদ্ জেন্দেগানী মোর্দা বেহ্‌

দুপুর বেলায় নিদ্রিত দেখি জালেমে
কহিলাম ও যে ফসাদ, সতত
নিদ্রিত থাকা ভাল ওর !
জীবন হইতে মরণ তাহার ভালগো
রজনী তাহার এ জীবনে যেন
কখনই নাহি হয় ভোর।

১৪

দোস্ত্‌ মশমার্ আঁকে দর্ নিয়ামত জনদ্
লাফে ইয়ারী ও বেরাদর্ খান্দ্‌গী
দোস্ত আঁদানম্ কে গিরদ্ দস্তে দোস্ত
দর পেরেশাঁ হাল ও দর্‌মন্দ্‌গী।

সম্পদে যে জন সখা বলি দেয়
পরিচয়,
সে জন তোমার সখা নয় নয়
কভু নয়।
বন্ধু সেই জন বিপদ কালে যে
ধরে হাত
ছায়ার মতন তখনো যে পাশে
পাশে রয়!

১৫

না বিনি কে পেশে খোদাওন্দে জাহ্‌
সেতায়শ্‌ কনাঁ দস্ত বর্‌ বর্‌ নেহদ্‌
আগর্‌ রোজগারশ্‌ দর্‌ আরদ্‌ জ পায়ে
হামা আলমশ পায়ে বর সর নেহদ্‌।

দেখ নি কি যারা সম্পদশালী জগতে,
করজোড়ে সবে তাহাদের গুণ গাহে গো;
কিন্তু অসময়ে পদাঘাত করে সকলে
করুণ নয়নে কেহ না ক্ষণেক চাহে গো।

১৬

হজর্ কুন জেহ্‌দে দরুন্ হায়ে রেশ্
কে রেশে দরুন্ আকেবত্ সর্ কুনদ
বহম্ বর্ মকুন্ তা তওয়ানী দিলে
কে আহে জাহানে বহম্ বর কুনদ।

আহত মনের বেদনা হইতে
ডর ডর ডর ডরহে,
ভবিষ্য তোমার হইবে নষ্ট
এই বেদনার কারণে ;
তিলেক বেদনা দিওনা কাহারে
হবে ধ্বংস চরাচর হে
ব্যথিত জনের হৃদয় বিদারী
একটি সে আহা বচনে।

১৭

গর্ গজন্দত্ রসদ্ জেখল্‌ক্ মরঞ্জ্
কে না রাহত্ রসদ্ জে খলক্ না রঞ্জ
আজ খোদা দাঁ খেলাফে দুশ্‌মন্ ও দোস্ত
কে দিলে হর্‌দোঁ দর্ তসর্‌রফে উস্ত্

গর্ চে তীর আজ্ কমাঁ হামি গুজারদ্,
আজ্ কামান্দার বিনদ্ আহ্লে খেরদ্।

মানব হইতে মনে যদি পাও বেদনা,
বিরক্ত তাহাতে হ'ওনা তাহার উপরে;
সবার মালিক রয়েছেন যিনি
তাঁরে কেন মনে ভাব না?
সবার হৃদয় আছে তাঁর হাত ভিতরে।

লাগে যদি তীর তীরের উপরে
রেগ নাহে ভাই রেগনা,
চেয়ে দেখ ঐ তীরান্দাজ কে সে
দাঁড়াইয়া দূরে কি করে!

১৮

চে সাল্হায়ে ফেরাওয়াঁ ও ওমরহায়ে দারাজ
কে খল্ক্ বর্ সরে মা বর্ জমীন্ বখাহদ্ রফত্;
চুনাকে দস্ত্ বদস্ত্ আমাদস্ত্ মোল্কে বমা
বদস্ত্হায়ে দিগর্ হাম্ চুনি বখাহদ্ রফ্ত্।

কত কাল চ'লে গেছে   কত কত মহাজন
  নীরবে এ ধরিত্রীর   গরভে হয়েছে লয় !
যেমন তাঁদের হ'তে   পাইয়াছি রাজ্যধন
  তেমনি অন্যের হাতে   চলে যাবে সমুদয় ৷৷

১৯

পাদ্‌শাহ্‌ পাস্‌বানে দরবেশস্ত্‌
  গরচে রামশ্‌ বফর্‌রে দওলতে উস্ত্‌
গোস্‌পন্দ আজ্‌বরায়ে চওপাঁ নিস্ত
  বল্‌কে চওপান বরায়ে খেদ্‌মতে উস্ত্‌ ।

ভিখারী যদিও   রয়েছে রাজার   অধীনে
  রাজা ভিখারীর   সেবক ব্যতীত   কিছু নয়,
রাখালের তরে   মেষ পাল কভু   নহে গো
  কি হেতু রাখাল ?   পালিবারে শুধু   মেষ চয় ।

২০

দওরানে বাকা চুঁ বাদে সহরা বোগোজাশ্‌ত্‌
তল্‌খী ও খুশী ও জেশ্‌ত্‌ ও জীবা বোগোজাশ্‌ত্‌ ।
পিন্দাশত্‌ সেতম্‌গার্‌ কে জফা বর্‌মন কর্দ্দ্‌,
দর গর্দ্দনে উ বেমন্দ্‌ ও আজ্‌মা বোগোজাশ্‌ত ।

মাঠের সমীর সম   সময় সতত ধায়,
 সুখ দুখ সেই সাথে   সবি চলি যায় গো,
করিলে যে অত্যাচার   নিমেষেই হবে শেষ
 কিন্তু চির তরে রবে   তা তব মাথায় গো।

২১

না মর্দ্দস্ত্ আঁ বনজ্দিকে খেরদ্মন্দ্,
 কেবা পীলে দমাঁ পয়কার জোয়াদ্
বলে মর্দ্দ আঁ কসস্ত্ আজ্ রুয়ে তহ্কিক,
 কে চু খশম্ আয়দশ্ বাতেল্ না গোয়াদ্।

মত্ত করী সহ   লড়াই করে যে   সাহসে
 জ্ঞানিগণ তারে   কভু মহাবীর   বলেনা;
সেই মহাবীর   ক্রোধ যে পারে   দমিতে
 তার সাথে কভু   তুলনা কাহারো   চলেনা

২২

চু কারে বে ফজুলে মন্ বর্ আয়াদ্
মরা দর্ ওয়ে সখন্ গোফ্তন্ না শায়াদ,
অগর বিনম্ কে নাবিনা ও চাহ্ হাস্ত।
আগর্ খামুশ বেনশিনম্ গোনা হাস্ত্।

মম কোন কথা বিহনে
কাজ শেষ যদি হয় গো
কথা কওয়া তার ভিতরে
সমুচিত মম নয় গো ;
অন্ধ জনেরে দেখিলে
যাইতে কুপের নিকটে
হবে মহা অপ- -রাধী সে
কেহ যদি চুপ রয় গো!

২৩

আগার্ রুজী বদানেশ দর্ফজুদে
জনাদাঁ তঙ্গ্ তর্ রুজী নাবুদে।
বনাদানাঁ চুনা রুজী রেসানদ্
কে দানা আন্দরাঁ হয়রান্ বেমানদ।

জ্ঞান অনুপাতে উপার্জ্জন যদি হ'ত রে
নাদানের মত গরীব কেহ না র'ত রে।
মূর্খ জনের আয় উপার্জ্জন দেখিয়া
জ্ঞানিগণ রহে অবাক হইয়া বসিয়া!

২৪

বোজর্গশ্‌ নখানন্দ্‌ আহ্‌লে খেরদ্‌
কে নামে বোজরগাঁ বাজেশ্‌তি বরদ্‌।

মহৎ তাহারে কভু জ্ঞানিগণ নাহি কয়
মহতের নাম যারা অশ্রদ্ধার সাথে লয়!

২৫

ইঁ হামা হিচ্‌স্ত চু মি বেগোজারদ্‌
বখ্‌তো, তখতো, আমরো নেহি গীর্‌ওদার্‌;
নামে নেকে রফ্‌ত্‌গাঁ জায়ে মকুন্‌
তাবেমানদ্‌ নামে নেকত্‌ পায়েদার্‌!

এ সকল কিছু নয় যাহাচলি যায় গো
ধন জন সিংহাসন ক্ষণস্থায়ী সকলি!
চাহ যদি তব নাম রহিবেক চিরদিন
রাখ মহাজন নাম পদে তাহা না দলি।

২৬

শনিদাম্‌ কে মর্দ্দানে রাহে খোদা
দিলে দুশমনাঁ রা না কর্দ্দন্দ তঙ্গ্‌

তোরা কয় ময়চ্ছর্ শওদ্ ই মকাম ?
কে বা দোস্তানত খেলাফস্ত্ ও জঙ্গ্ ?

শুনেছি খোদার পথিক যাহারা ভুলেও
অরাতির মনে নাহি দেন কভু বেদনা।
তেমন সাধ্য হইবে তোমার কবে গো ?
বন্ধুর সাথে যুদ্ধ যখন কামনা।

২৭

হর্‌কে আয়বে দিগরাঁ পেশে তু আওরদ্ ও শোমর্দ্
বে গোমাঁ আয়বে তু পেশে দিগরাঁ খাহাদ্ বোর্দ্।

"কহে যে পরের দোষ তোমার নিকটে
তব নিন্দা অপরে সে কহে অকপটে।"

২৮

চু আজ কওমে একে বেদানেশী কর্দ
না কেহ্ রা মঞ্জলত্ বাশদ্ না মেহ্‌রা
নমী বিনি কে গাওয়ে দর আলফ্ জার
বেয়ালায়দ্ হামা গাওয়ানে দেহ্ রা।

দলের ভিতরে একজন যদি
করে দোষ,
ছোট বড় কারো, সম্মান তাতে
রয় না,
পরশস্যভোজী, একটি গরুর
কারণে
সমস্ত গ্রামের, বদ্‌নাম কিগো
হয় না ?

২৯

সাহেবদিলে বমাদ্‌রাসা আমাদ্‌ আজ্‌ খানকা
বেশকস্ত্‌ অহ্‌দে সোহ্‌বতে আহ্‌লে তরিক রা
গোফ্‌তম্‌ মিয়ানে আলেম ও আবেদ চে ফরক বুদ্‌
তা কর্দ্দি এখ্‌তেয়ার আজ আঁ ই ফরিক্‌ রা
গোফ্‌ত্‌ উ গিলিমে খেশ বদর মিবরদ জে মওজ,
ইঁ জহদ মি কুনদ্‌ কে বে গীরদ্‌ গরীক্‌ রা।

দেখিনু সাধকে এক
আপনার দল ছাড়ি
মাদ্‌রাসা মাঝে আসি
আসন নিয়েছে তার।

কহিলাম—কেন ভাই,
ত্যজিলে দোরবেশগণে
তাঁদের সমান ভবে
আছে কি কেহই আর ?
দিলেন উত্তর তিনি,—
সংসার-সাগর মাঝে
ইঁহারা কেবল মাত্র
নিজেরে করেন পার।
কিন্তু রে বিদ্বান যিনি
তরিতে অপর জনে
সংসার-তরঙ্গ মাঝে
সতত যতন তাঁর।

৩০

গর্ গজন্দত্ রসদ্ তহম্মল্ কুন্
কে বে অফু আজ্ গোনাহ্ পাক্ শবি,
আয় বেয়াদর চু আকেবত খাকস্ত্
খাক্ শও পেশ আজাঁ কে খাক্ শবি!

যদি দেয় কেহ বেদনা
করহ "সবর" (১) করহ ;
পাপ হবে দূর ক্ষমাতে
সতত এ কথা স্মরহ।
মাটির মানুষ আখেরে
মিশিবে যখন মাটিতে
মাটি হইবার আগেতে
মাটির স্বভাব ধরহ।

৩১

মন্ আঁ মুরম্ কে দর্ পায়ম্ বেমালন্দ্
না জম্বুরম্ কে আজ্ নেশম্ বেনালন্দ্
চিগুনা শোক্‌রে ই নিয়ামত গোজারম্
কে জোরে মর্দ্দম আজারী নাদারম্।

আমি সেই কীট দলিত সবার চরণে ;
কাঁদেনা কেহই কখন আমার কারণে।
শোকর (২) খোদার করিব আদায় কেমনে ;
জালেমের জোর নাই দেহে মোর জীবনে।

(১) স অবলম্বন। (২) কৃতজ্ঞতা

৩২

খোর্দ্দন্ বরায়ে জীস্তন ও জেকর্ কর্দ্দনস্ত
তু মোতকদ্ কে জীস্তন বরায়ে খোর্দ্দনস্ত্।

আহারের তরে কভু নহে এ জীবন,
আহার জীবন আর সাধনা কারণ!

৩৩

চু কম্ খোর্দ্দন্ তবিয়ত্ শোদ্ কসেরা
চু সখ্তী পেশশ্ আয়দ্ সহল্ গীরদ্
আগার্ তন্ পরওয়ারস্ত্ আন্দর্ ফরাখী
চু তঙ্গী বিনদ্ আজ্ সখ্তী বেমীরদ্!

সামান্য আহার হইলে অভ্যাস কাহারো
অভাবের দিনে বেশী কিছু তার হবে না,
উদর-পূজক পড়ে যদি কভু অভাবে,
জীবন তাহার বেশীক্ষণ ভাই রবে না।

৩৪

গোর্বায়ে মিস্কিন্ আগার পর্ দাশ্তে
তোখ্মে কঞ্জশক্ আজ্ জাহাঁ বর্ দাশ্তে

হিচ্ কস্ রা গের্দ্দে খোদ্ না গোজাশ্‌তে
ইঁ দো শাখে গাও আগার খর্ দাশ্‌তে

বিড়ালের পর থাকিত রে যদি তা হলে,
পাখীর বংশ রহিত না আর মহীতে!
নিরীহ গরুর শিং পেত যদি রাসভে
পারিত না কেহ দাপট তাহার সহিতে!

৩৫

আঁ শনিদস্তি কে দর্ সহ্‌রায়ে গোর
বারে সালারে বয়াফ্‌তাদ্ আজ সতুর
গোফ্‌ত্ চশ্‌মে তঙ্গ্ দনিয়াদার রা
ইয়া কানায়াত পোর্ কুনদ্ ইয়া খাকে গোর।

শোন নি কি সেই মানব প্রধান
উট হ'তে পড়ি ভূতলে
কহিলা কি বাণী "গোর" (১) মরুভূমে
হয়ে অতিশয় ক্ষুণ্ণ ?

(১) একটী প্রদেশের নাম।

সন্তোষ অথবা কবরের মাটি
ব্যতীত কখনো জগতে
সংসারী জনের ক্ষুদ্র নয়ন
কিছুতে না হয় পূর্ণ।

৩৬

হর্‌কে বরখোদ্ দরে সওয়াল্ কোশাদ্
তা বেমীরদ্ নিয়াজমন্দ্ বুয়াদ্,
আজ বেগোজার্ ও পাদ্‌শাহী কুন্
গর্দ্দনে বে তামা বলন্দ্ বুয়াদ্।

ভিক্ষার দ্বার যদি একবার খুলিলে
মরণ অবধি অভাব তোমার যাবে না
কামনা ত্যজিয়া বাদশাহী কর হরষে
উচ্চ ও শির পরশিতে কেহ পাবে না

৩৭

বিঁ শেকমে বেহুনরে পিচ্ পিচ্
সবর নাদারদ্ কে বেসাজদ্ বহিচ্

যত কিছু আছে সবার অভাবে
কোন মতে দিন যায় গো ;

অকর্ম্মণ্য এই পেটটিরে শুধু
ঠেকানই মহা দায় গো !

৩৮

দো আকেল্ রা নাবাশদ্ কিন্ ও পয়কার
না দানায়ে সত্তিজদ্ বা সবক্সার।
আগার নাদান্ ব ওহ্শত্ সখত্ গোয়াদ
খেরদ্ মন্দশ্ বনর্মী দিল্ বোজুয়াদ্।
দো সাহেব দিল্ নেগাহ্ দারন্দ্ মোয়ে
হমিছুঁ সরকশে ও আজরম্ জোয়ে !
আগার্ দর হর্ দো জানেব জাহেলন্দ
আগার জিঞ্জির বাশদ বোগোসলানন্দ্।

দুই জন জ্ঞানী হ'লে বৈরি ভাব হয় না ;
জ্ঞানী যে বোকার সাথে কড়া কথা কয় না
দু'জন হৃদয়বান রাখে ঠিক চুলকে,
হাসিমুখে ক্ষমা করে অপরের ভুলকে।
একজন জ্ঞানী হ'লে টান দিলে অপরে,
ঢিল দেয় ; সূতা তাই ছিঁড়িবারে না পারে।
জাহেল গোঁয়ার কিন্তু হয় যদি দু'জনি,
লোহার শিকল টানি ছিড়ে ফেলে তখনি।

৩৯

একে রা জেশ্ত্ খোয়ে দাদ্ দোশ্নাম,
তহম্মল কর্দ্দ ও গোফ্ত্ আয় নেক ফরজাম্
বতরজানম্ কে খাহি গোফ্ত্ আনী
কে দানম্ আয়বে মন চুঁমন্ না দানী!

দুরাচার গালি দিল একজন সাধুরে,
সবর করিয়া তিনি কহিলেন মধুরে,
"যা বলিছ তার চেয়ে দোষী আমি—কেননা
মোর দোষ আমি জানি তুমি তাহা জান না।

৪০

দমে চন্দ্ গোফ্তম্ বর্ আরম্ বকাম্
দেরেগা কে বেগ্রেফ্ত্ রাহে নফস্
দেরেগা কে বর্ খানে আলোয়ানে ওম্র্
দমে চন্দ খোর্দ্দম ও গোফ্তন্দ্ বস্!

দু'টি নিমেষের তরে কথা নাহি কহিতে;
হায়রে আক্ষেপ! বাণী গেল মোর থামিয়া!
জীবনের মজা দুই দিনো নাহি চাখিতে
কাল-সন্ধ্যা ঐ দেখ আসিতেছে নামিয়া!

৪১

চে খোশ গোফ্‌ত্‌ জালে বফর্‌জন্দে খেশ্‌
চু দিদশ্‌ পলঙ্গ্‌ আফ্‌গন্‌ ও পীল্‌তন্‌,
গর আজ্‌ অহ্‌দে খোর্দ্দিয়ত ইয়াদ্‌ আমদে
কে বেচারা বুদী দর্‌ আগোশে মন্‌!
নাকর্‌দী দরিঁ রোজ্‌ বর্‌ মন্‌ জফা
কে তু শের মর্‌দী ও মন্‌ পার জন্‌।

কি সুন্দর বাণী কহিলা সে নারী
দেখি আপনার পুত্রে,
শার্দ্দুল সম বীর নিরুপম
—হয়ে অতিশয় ক্ষুণ্ণ,
আজি বাছা, যদি স্মরণে তোমার
পড়িত রে কোন সূত্রে;
একদিন তুমি ছিলে এই কোলে
—ও দেহ শকতি শূন্য,
যদিও রে আজি বলহীনা আমি
তুমি মহাবীর বিশ্বে,
তবুও কি তুমি তা হ'লে এ ভাবে
করিতে এ হৃদি চূর্ণ।

৪২

চুঁ বুয়দ্ আসলে জওহরে কাবেল্
তরবিয়ত্ রা দরো আসর্ বাশদ্
সগ্ বদরিয়ায়ে হফত্‌গানা বেশোবি,
চুঁকে তর শোদ্ পলিদ তর্ বাশদ্।
খরে ইসা (আঃ) গরশ্ বমক্কা বরন্দ
চুঁ বেয়ায়দ হনুজ্ খর্ বাশদ্!

আসলে যে নহে ভাল তার হৃদি মাঝারে,
সুশিক্ষার সুধাফল ক্ষণ তরে রয় না;
সপ্ত সাগরের জলে নাওয়াইলে কুকুরে,
"না পাকী" (১) তাহার তাতে বিদূরিত হয় না।
ঈসার (আঃ) গর্দ্দভে কেহ মক্কায় আনিলে
গাধা তারে গাধা বই কেহ হাজী কয় না।

৪৩

আগার্ সদ্ আয়েব্ দারদ্ মর্দ্দে দরবেশ
রফিকানশ্ একে আজ্ সদ্ নাদানন্দ্
আগার এক না পছন্দ আয়দ জে সুলতান
জে একৃলিমে বা একৃলিমে রেসানন্দ।

(১) অপবিত্রতা।

শত দোষ যদি থাকে ফকিরের তবুও,
একটিও তার অপরের চোখে পড়ে না ;
এক্ দোষ যদি করেন সম্রাট কভুও,
দেশে দেশে তাহা ছড়াইয়া পড়ে,
কেহ তারে ক্ষমা করে না।

৪৪

হর্ আঁ তফল্ কে জওরে আমুজ্‌গার
না বিনদ্, জফা বিনদ্ আজ্‌ রোজ্‌গার।

শিক্ষকের তাড়না না সহে যে বালক
জীবনের কঠোরতা তাহার শিক্ষক।

৪৫

দহ্‌ দোর্‌বেশ্‌ দর্ গিলিমে বোথোস্ পন্দ্‌
দো পাদ্‌শা দর্ একৃলিমে না গঞ্জন্দ্‌।

দশজন সাধু পারেন শুইতে
একটি কম্বল উপরে
দুইটি রাজার নাহি হয় স্থান
কিন্তু এক দেশ ভিতরে।

৪৬

গর্ বজায়ে নানশ্ আন্দর সফরা বুদে আফ্তাব
তা কিয়ামত্ রোজে রওশন্ কস্ না দিদে দরজাহান

তপন হইত যদি রে
রুটির বদলে বখিলের
অনন্ত কালেও কেহনা
দেখিত আলোক অখিলের।

৪৭

চুঁ এন্সান্রা নাবাশদ্ ফজল্ ও এহ্সান্
চে ফরক্ আজ্ আদমী তা নক্শে দেওয়ার
বদস্ত্ আওর্দনে দনিয়া হোনর্ নিস্ত্
একে রা গর তওয়ানী দিল্ বদস্ত্ আর।

মানুষের যদি দয়া ক্ষমা কিছু না রহে,
কি বিভেদ তার দেওয়ালের ঐ ছবিতে ?
উপার্জ্জন শুধু মানবের গুণ ত নহে ;
করহ যতন একটি হৃদয় লভিতে।

৪৮

করিমাঁরা বদস্ত্ আন্দর্ দেরম নিস্ত
খোদাওন্দানে নিয়ামত্রা করম্ নিস্ত্!

দয়া যার আছে
তার কাছে টাকা নাইরে;
ধনীর হৃদয়ে
দয়ার নাহিক ঠাঁইরে।

৪৯

মাল আজ্ বহ্‌রে আসায়েশে ওমর্ আস্ত্
না ওম্‌র্ আজ্ বহ্‌রে গের্দ্দ্ কর্দ্দনে মাল্।

জীবনে শান্তির তরে অর্থ প্রয়োজন;
অর্থ সঞ্চয়ের তরে নহে এ জীবন।

৫০

এল্‌ম্ চন্দাঁ কে বেশ্‌তর্ খানি
চু অমল্ দর্‌তু নিস্ত নাদানি।
না মহক্কক্ বুয়াদ না দানেশ্‌মন্দ্
চার পায়ে বরো কেতাবে চন্দ্।

যতই বিদ্বান তুমি হও মহাশয় ;
মুর্খ তুমি, কাজ যদি তার মত নয়।
চাপা'লে পশুর 'পরে কেতাবের বোঝা
হয় না বিদ্বান, আমি বুঝি এই সোজা।

৩১

হর্‌কে পরহেজ ও এল্‌ম্‌, ও জোহদ্‌ ফোরোখ্‌ত্‌
খেরমনে গর্দ্দ্‌ কর্দ্দ্‌ ও পাক্‌ বোসুখ্‌ত্‌।

বিদ্যা ও সাধনা, বিভু আরাধনা,
বেচিল যে জন সংসার-তরে
যেন পরিষ্কার, সরবস্ব তার,
দিল জ্বালাইয়া আপন করে।

৩২

বে ফায়দা হর্‌কে ওমর্‌ দর্‌বাখ্‌ত্‌
চিজে না খরিদ্‌ ও জর্‌ বে আন্দাখ্‌ত্‌

বৃথা কাটাইল যে জন জীবন -কাল
খোয়াইল টাকা কিনিল না কোন মাল।

৫৩

পন্দে আগার বেশ্‌নবী আয় পাদ্‌শা,
দর্‌ হামা দফ্‌তর্‌ বেহ্‌ আজই পন্দ্‌ নিস্ত্‌
জুজ্‌ বখেরদ্‌মন্দ্‌ মফরমাঁ আমল্‌
গর্‌চে আমল্‌ কারে খেরদ্‌মন্দ্‌ নিস্ত।

উপদেশ যদি শুন তুমি ওগো
ভূপতি,
সমগ্র দফ্‌তরে এর সম উপ-
-দেশ নাই ;
জ্ঞানী জনে বিনা রাজ কাজ কভু
দিও না,
যদিও চাকরি করে যার জ্ঞান-
লেশ নাই

৫৪

অকৃতে বলোৎক্‌ গোয়ী ও মদারা ও মর্দমী
বাশদ্‌ কে দর্‌ কমন্দে কবুল আওরি দিলে,

অকৃতে বকহর গোয়ী কে সদ্ কুজায়ে নবাত
গাহ্ গাহ্ চুঁনা বকার নয়ায়দ্ কে থঞ্জলে।

কখন কহিবে কোমল বারতা
মিষ্ট মাধুরী ময়,
হয় ত তাহাতে অন্যের হৃদয়
সহজে করিবে জয়।
কখন কহিবে বজ্র-কঠোর
ভ্রুকুটি কুটীলবাণী
চিরতা কখনো অতি উপকারী;
নহে ক্ষীর সর ননী।

৩৫

খবিস্ রা চু তহদ্ কুনী ও বেনওয়াজী
বদওলতে তু গোনা মিকুনদ্ বা আম্বাজী,

দুরাচারগণে ক্ষমা কর যদি দেখিবে
হইয়া নির্ভয় অপকর্ম্ম শত করিবে।

৮৬

খামুশী বেহ্ কে জমীরে দিলে খেশ
বা কসে গোফ্‌তন্ ও গোফ্‌তন্ কে মগোয়ে।
আয় সলিম, আব জে সরে চশ্‌মা বেবান্দ্
কে চু পোর্ শোদ্ না তওয়াঁ বস্তন্ জোয়ে।

গুপ্ত কাহিনী গোপনে গোপনে কহিয়া
বলা তারে ভাই, কয়োনাগো কারো ক'য়োনা,
জ্ঞানীর মতন কাজ নহে ইহা বুঝিয়া
নিজের গুপ্ত কহিতে কাহারো যেওনা!
যে প্রবাহ তুমি আপনিই দিলে ছাড়িয়া
অন্যে তা রোধ করিবে এমন চে'ওনা।

৮৭

এম্‌রোজ বেকোশ্ চুঁ মি তওয়াঁ কোশত্
কাতেশ চুঁ বলন্দ্ শোদ্ জাহাঁ সুখ্‌ত্
মগোজার কে জেহ্ কুনাদ কামান্ রা
দুশ্‌মন কে বতীর মি তওয়াঁ দোখ্‌ত্!

এখনি আগুন নিবাইয়া দাও এখনি ;
নতুবা দেরিতে সমগ্র সংসার দহিবে।
অরাতি যে তারে দিও না সুযোগ কখনি
দাও যদি তবে মহা পরিতাপ সহিবে।

৩৮

মিয়ানে দো কস্ জঙ্গ্ চু আতেশস্ত্
সোখন:চিন্ বদ্‌বখত্ হয়জম্ কশস্ত্
কুনন্দ্ ইঁ ও আঁ খোশ্ দিগর্ বারা দেল্
অয়ে আন্দর মিয়াঁ কোর বখ্‌ত্ ও খেজল্।
মিয়ানে দো কস্ আতেশ্ আফ্রোখ্‌তন্!
না আকেলস্ত্ ও খোদ্ দরমিয়ান সুখ্‌তন্।

শত্রুতা অনল সম দুজন ভিতরে
কুটনা যে সে অনলে ইন্ধন বিতরে!
উভয়ের যদি পুনঃ হয় সম্মিলন,
চূন কালি মাখা হয় কুটনা-বদন।
আগুন জ্বালায়ে দিয়ে দুজনের মাঝে
নিজে তাতে জ্বলে মরা জ্ঞানীর না সাজে!

৫৯

দর সোখন্ বা দোস্তাঁ আহ্‌স্তা বাশ্
তা না দারদ্ দুশ্‌মনে খুঁখার গোশ্;
পেশে দেওয়ার আঁচে গোয়ী হুশ দার্
তা না বাশদ্ দর পছে দেওয়ার গোশ্!

বন্ধুর সনে যুক্তি যখন করিবে
সাবধান যেন অরাতি না রহে নিকটে;
প্রাচীর আড়ালে আছে কি না কান দেখিবে;
হ'ও না নির্ভয়; কি জানি কখন কি ঘটে!

৬০

বোশো আয় খেরদ্‌মন্দ্ জাঁ দোস্ত্ দস্ত্
কে বা দুশ্‌মনানত্ বুওদ্ হম্‌নিশস্ত্।

শত্রুর সহিত ভাব তব যে বন্ধুর
তার আশা এই দণ্ডে কর কর দূর!

৬১

বা মরদমে সহল্ গোয়ে দেশোয়ার মগোয়ে
বা আঁকে দরে সোলেহ্ জনদ্ জঙ্গ মজোয়ে।

কোমল ভাষীর প্রতি কোমলতা চাই;
সন্ধি-অভিলাষী সহ করো না লড়াই।

৬২

দোশ্মন্ চু বিনি না তোয়ান্
লাফ্ আজ্ বরুতে খোদ্ মজন্
মগজিস্ত্ দর্ হর্ ওস্তখান্
মর্দ্দিস্ত্ দর্ হর্ পায়ের হন্!

অরাতিরে যবে দেখিবে তুর্ব্বল
হরষে দিও না গোফে তা;
কাহার ভিতরে কি জানি কি আছে;
রাখিও সতত মনে তা।

৬৩

পছন্দিদা আস্ত্ বখ্শায়েশ্ ও লেকুন্
মনেহ্ বর রেশে খলক্ আজার মরহম্

না দানস্ত্ আঁকে রহমত কর্দ্দ বর্ মার্
কে আঁ জোল্‌মস্ত বর্ ফরজন্দে আদম্।

উপকার সম গুণ নাই কিছু,
কিন্তু ভাই, তাই বলিয়া
জালেমের পরে করোনাক দয়া—
করো না!
মানবের পরে করে অত্যাচার
সে জন ত তাহা জানে না
সাপের উপরে করেরে যে জন
করুণা!

৩৪

দোরশ্‌তী ও নরমী বহম্ দর বেহ্ আস্ত্
চু ফাসেদ্ কে জর্রাহ্ ও মর্‌হম্ নেহ্ আস্ত্।
দেরশ্‌তী না গীরদ্ খেরদ্‌মন্দ্ বেশ্
না সুস্তী কে নাজেল কুনদ্ কদরে খেশ্!
না মর্ খেশ্ তন্‌রা ফজুলী নেহদ্,
না একবার তন্ দর্ মজল্লত্ দেহদ্।

কঠোরে কোমলে মিশি প্রকৃত কল্যাণ,
অস্ত্র চিকিৎসায় যথা মলম প্রদান !
অধিক কঠোর হওয়া সমুচিত নয়
নিকটে আসিতে তাহে পাবে সবে ভয়।
অতি কোমলতা ভাল নহে তাই বলি
ইজ্জত সম্মান সব যাবে তাতে চলি।

৬৫

জওয়ানে বা পেদর্ গোফ্‌ত্ আয় খেরদ্‌মন্দ
মরা তালিম্ দে পিরানা এক পন্দ্
বে গোফ্‌তা নেকমর্দ্দী কুন না চান্দাঁ
কে গর্দ্দদ্ চিরা গোর্গে তেজ্ব দান্দাঁ।

একদা নিশীথে কহিলা যুবক পিতারে
জ্ঞান-গর্ভ এক উপদেশ মোরে দেহ গো।
কহিলেন,—দয়া করিও না এত সবারে
শার্দ্দুল আসি বিদারিবে তব দেহ গো।

৬৬

দরখাকে বয়লকান্ বে রসিদম্ বা আবেদে
গোফ্‌তম্ মরা বতরবিয়ত্ আজ জোহল্ পাক্ কুন্।

গোফ্‌ত বেরও চু খাক্‌, তহম্মল্‌ কুন্‌ আয় ফকিহ,
ইয়া হরচে খান্দায়ী দর্‌ জেরে থাক্‌ কুন্‌।

বল্‌কান্ ভূমে গিয়াছিনু আমি
এক সাধকের নিকটে,
কহিলাম তারে,— মূর্খতা আমার
উপদেশে দূর কর গো।
বলিলেন তিনি,— মাটীর মতন
সহ্য করহ সকলি—
জ্ঞান অভিমান যাহা কিছু তব
সকলই পরি- হর গো।

৬৭

আগার জে দস্তে বালা বর ফলক্‌ রওদ্‌ বদখোয়ে
জে দস্তে খোয়ে বদে খেশ্‌ দর্‌ বালা বাশদ্‌।

আকাশেও যদি করে আরোহন
স্বভাব যাহার মন্দ
শাস্তি তাহার সাথে সাথে যাবে
সেই খানে, নাই সন্দ'।

৬৮

বেরও বা দোস্তাঁ আহ্‌স্তা বেনেশিন,
চু বিনি দরমিয়ানে দোশমনাঁ জঙ্গ্‌
অগর্‌ বিনি কে বাহম্‌ এক জবানন্দ্‌
কমাঁ রা জেহ্‌ কুনো বর্‌ বারাহ্‌ বর্‌ সঙ্গ্‌

অরাতির মাঝে দেখিবে যখন কলহ
নির্ভয় হৃদয়ে বন্ধুগণ সনে বসিবে ;
এক প্রাণ যদি তাহারা, কোমর বাঁধিয়া
ধনুকের জ্যায়ে ছিলাটী আটিয়া কসিবে।

৬৯

বরোজে মারেকা ইমন্‌ মশও জে খস্‌মে জয়িফ্‌
কে মগ্‌জে শের বর আরদ্‌ চুঁ দিল জে জাঁ বরদাশ্‌ত্‌।

যুদ্ধের দিনে, দুর্ব্বল তর
শত্রু হতেও করিবে ভয়
মরিয়া হইয়া, করিবারে পারে
অন্যের যাহা সম্ভব নয়।

৭০

বুলবুলাঁ মোস্‌দায়ে বহার বেয়ার
খবরে বদ্‌ ববুমে শুম্‌ গোজার্‌।

বুল্‌ বুল্‌ শুধু বসন্ত সংবাদ আনিবে
অশুভ খবর পেচকের তরে রাখিবে।

৭১

আলা তা নশ্‌নবি মদ্‌হে সোখন্‌ গোয়ে,
কে আন্দক্‌ মায়া নফায়ে আজ্‌ তু দারদ্‌ ;
আগার রোজে মোরাদশ্‌ বর নয়ারি
দো সদ্‌ চান্দাঁ আইউবত্‌ বর্‌ শোমারদ !

চাটুকার যারা প্রশংসা তাদের শুননা,
শত মুখে তারা যদি তব গুণ গাহে গো।
এক দিন যদি নাহিক পূরাও কামনা
সহস্র নিন্দা গাহিবে তোমার তাহে গো।

৭২

একে জহুদ্ ও মোসল্মান্ মোনাজরা কর্দ্দন্দ্
চুনাঁকে খান্দা গেরেফ্‌ত্ আজ্ নেজায়ে ইশানম্ ;
বতঞ্জ্ গোফ্‌ত্ মোসল্মান্ গরই কব লায়ে মন্
দোরস্ত্ নিস্ত্ খোদায়া জহুদ্ মিরানম্।
জহুদ্ গোফ্‌ত বতওরিত্ মিখোরম্ সওগন্দ্,
অগার খেলাফ্ বুয়দ হামচু তু মোসল্মানম্।
গর্ আজ্ বসিতে জমিন্ আকেল মনয়দম্ গর্দ্দদ্,
বখোদ্ গমাঁ না বারাদ হিস্‌কস্ কে না দানম্।

মুসলমান সনে ইহুদীর এক তর্ক
দেখি এক দিন একা হাসি আমি মরিয়া,
বলে মুসলমান নহে যদি ইহা সত্য,
হইব ইহুদী ইস্‌লাম পরি- হরিয়া
ইহুদী শপথ করিয়া কহিল, আমিও,
মিথ্যা হইলে ইস্‌লাম লব বরিয়া।
দুনিয়ায় জ্ঞান নাহি রহে যদি মোটেও
জ্ঞান-গর্ব্বে রবে সবার হৃদয় ভরিয়া।

৭৩

রুদায়ে তঙ্গ্ বয়েক নানে তিহি পোর্ গর্দ্দদ
নিয়ামতে রুয়ে জমিন পোর্ নাকুনদ্ দিদায়ে তঙ্গ্।

একখানি শুকো রুটি হ'তে পারে
শূণ্য উদর ভরিতে,
নয়নের ক্ষুধা সারা দুনিয়ার
বিভব না পারে দূরিতে।

৭৪

বদ্ আখতর্ তর্ আজ্ মর্দ্দম্ আজার নিস্ত্
কে রোজে মছিবত কসশ্ ইয়ার নিস্ত্।

অত্যাচারী সম ভবে, হতভাগা কেহ নাই,
বিপদের দিনে তারে, সবে করে দূর ছাই।

৭৫

খাকে মশরেক্ শনিদা আম্ কে কুনন্দ্,
ব চেহেল্ সাল্ কাসায়ে চিনি ;

ছদ্ বরোজে কুনন্দ্ দর্ বাগ্দাদ্
লাজরম্ কিমতশ্ হামি বিনী !

শুনিয়াছি পূর্ব্ব দেশে দক্ষ শিল্পীগণ
চল্লিশ বছরে গড়ে চীনের বাসন।
এদেশে দুদিনে গড়ে হাজারে হাজার,
তেমনি দেখিছ সবে মূল্যও তাহার।

৭৬

মোরগক্ আজ্ বয়জা বেরু আয়দ্
ও রুজী বেতল বদ্
আদমী জাদা না দারদ্ খবর্ ও আকল ও তমিজ্ ;
আঁকে নাগাহ্ কসে গশ্‌ত্ বচিজে না রস্‌দ্
বি বতমকিন্ ও ফজিলত্ বেগোজাশ্‌ত আজ হামা
আবগিনা হামা জা ইয়াবী আজাঁ বেমহল আস্ত
লাল দেশোয়ার বদস্ত্ আয়দ্
আজানস্ত্ আজীজ্।

কুক্কুট শাবকগণ ডিম হ'তে বাহিরিয়া
আপনার খাদ্য তার খুটিয়া খুটিয়া খায় !

মানব জনমে যবে　　জ্ঞানহীন একেবারে
পর মুখাপেক্ষী হ'য়ে　　কত মাস বর্ষ যায়
হঠাৎ "মানুষ হয়ে"　　কুক্কুট কুক্কুট রয়,
মানব সবার শ্রেষ্ঠ　　কালে কিন্তু মহিমায়।
শুক্তি সহজ লভ্য　　তাই তার অনাদর,
মুক্তা দুষ্প্রাপ্য তাই　　সকলেই তাহা চায়!

৭৭

চু নাদারি কামালে ফজ্‌ল্ আঁ বেহ্‌
কে জবাঁন দর দাহাঁ নেঘা দারি;
আদমী রা জবান্ ফজিহ্‌ কুনন্দ্‌
জওজে বে মগ্‌জ্‌রা সবক্ সারী!

বুদ্ধি বিবেচনা　　নাহি রহে যদি　　উদরে,
থেক চুপ করি　　তাই ভাল তব　　জানিও।
কথা মানবের　　গৌরবের হেতু　　জগতে,
কিন্তু তাহাতেই　　হয় পুনঃ অপ-　　মানিও।

৭৮

না আজব্‌গর্ ফেরো রওয়াদ্ নফস্‌শ্‌
আন্দলিবে গোর্‌বাব হম কফ্‌সশ্‌।

বুল্‌বুল্ যদি নাহি গাহে তাহা
বিস্ময়ের কথা নয়গো।
কাক সহ এক পিঞ্জরে তাহার,
রহিবারে যদি হয় গো।

৭৯

গর্ হনর্ মন্দে জে আওবাশ্ জফায়ী বিনদ্,
তা দিলে খেশ্ নয়াজারদ্ ও দরহম্ না শওয়াদ্।
সঙ্গে বদ্‌বখ্‌ত আগার কাসায়ে জর্রিন শকনদ্
কিমতে সঙ্গ্ নয়াফ্‌জায়দ্ ও জর্ কম্ না শওয়াদ্।

পণ্ডিত লাঞ্ছিত হ'লে নাদানের নিকটে (১)
ক্ষুন্ন মন হওয়া তার সমুচিত নহে গো;
সুবর্ণ বর্ত্তন কোন ভাঙ্গিলেও পাথরে
প্রস্তর প্রস্তর, হেম সেই হেম রহে গো।

৮০

চু কেনান রা তবিয়ত্ বে হুনর্ বুদ্
পয়গম্বর জাদ্‌গী কদরশ্ নয়াফ্‌জুদ।

(১) নাদান—মূর্খ।

হুনর্ বে নোমায়ী আগার্ দারি না গওহর
গোল্ আজ্ খার্ আস্ত্ ও এব্রাহিম্ আজ্
আজর্

আছিল কেনান যদিও নবীর পুত্র
গৌরব তাহার বাড়ে নাই তবু কুত্র।
কাঁটার ভিতরে যদিও ফুলের জন্ম,
সুবাসে তাহার জুড়ায় সবার মর্ম্ম।

৮১

দোস্তরা কে ব ওম্রে ফরাচঙ্গ আরন্দ্
নাশায়দ্ কে ব এক্ দম্ বেয়াজারন্দ্
সঙ্গ্ বা চন্দ্ সাল্ শওয়াদ্ লাল পারায়ে
জিন্হার তা ব এক নফসশ্ নাশকনি বসঙ্গ।

চির জীবনের সাধনে
লভেছ যাহার চিত্ত
যেন মুহূর্ত্তের কারণে
হারায়োনা সেই বিত্ত।

কত যুগ থাকি আঁধারে
হয়েছে প্রস্তর রত্ন
করিওনা চুর তাহারে
না করি আদর যত্ন।

৮২

আবেদ্ কে না আজ্ বহরে খোদা গোশা নশিনদ্
বেচারা দর্ আয়নায়ে তারিক্ চে বিনদ্ ?

খোদার কারণে নয় সাধনা যাহার
আঁধারে দর্পণে কি সে পাবে দেখিবার

৮৩

চুঁ বা সেফ্লা গোয়ি বলোৎফ্ ও খুশী
ফজুঁ গর্দ্দদশ্ কেবর্ ও গর্দন্ কশী!

কহিলে কমিনা (১) সনে কোমল বারতা
বাড়ে তার অহঙ্কার চাপল্য হীনতা।

---

(১) কমিনা—হীন ব্যক্তি।

৮৪

আঁসিয়ে নাদান পেরেশানে রোজগার্
বেহ্ জে দানেশমন্দে না পরহেজগার্।
কাঁ ব নাবিনায়ী আজরাহ্ ওফ্তাদ্
বি দো চশ্মশ্ বুদ ও দরচাহ্ ওফতাদ্।

সাধারণ মূর্খগণে	পাপ-পথ গামী
বিদ্বান পাতকী হ'তে	ভালবাসি আমি।
চক্ষুহীন বলি এরা	পথ নাহি পায়
চক্ষু থাকিতেও ওরা	পড়িছে কূয়ায়!

৮৫

বকওলে দুশ্মন্ পয়মানে দোস্ত্ বেশকস্তি
বেবিঁ কে আজ্ কে বুরিদি, ও আজ কে পয়স্তি।

সখার সহিত তব	সেই অঙ্গীকার
অরাতির ছলনায়	মনে নাই আর!
মিলিয়াছ কার সাথে	ভাব একবার,
ত্যাজি সে প্রাণের সখা	সর্ব্বস্ব তোমার।

৮৬

আঁকে বর রাহত্‌ ও তনয়ম্‌ জিস্ত্‌
উ চে দানদ্‌ কে হালে গোর্‌স্‌না চিস্ত?
হালে দর্‌ মন্দাগাঁ কছে দানদ্‌
কে বা আহওয়ালে খেশ্‌ দর মানদ্‌।

সুখ সম্পদের মাঝে রয়েছে যে জন
কেমনে সে বুঝিবেক ক্ষুধার জ্বলন?
সে পারে বুঝিতে কি যে ব্যথিত বেদনা
বেদনার মাঝে নিজে রয়েছে যে জনা!

৮৭

কাজা দিগর্‌ না শওয়াদ্‌ দর্‌ হাজার নালা ও আহ্‌
বশোকর ইয়া ব শেকায়ত্‌ বর আয়দ্‌ আজ্‌ দহনে।
ফেরেশ্‌তা কে ওকিলস্ত্‌ বর্‌ খাজায়েনে বাদ্‌
চে গোম্‌ কুনদ্‌ কে বেমীবদ্‌ চেরাগে পীর্‌ জনে।

রোদনে কি আবেদনে
নিন্দা কি চাটুতে

বিধাতার লিপি যাহা
খণ্ডিতে পারে না।
কি হইবে নিবে গেলে
অনাথার দীপটী
মিকাইল (১) কোন কালে
তার ধার ধারে না!

৮৮

আলাতা না খাহি বালা বর্ হসুদ্
কে আঁ বখ্‌তে বর্‌গশ্‌তা খোদ্ দর্ বলাস্ত্
চে হাজত্ কে বা ওয়ে কুনি দুশ্‌মনি
কে বিরা চুনা দোশ্‌মন্ আন্দর্ কফাস্ত।

কুটীল যে জন, সদা হিংসা রত
তার কোন ক্ষতি করো না;
স্বভাবই তাহার অরাতি নিজের
তুমি তার ধার ধেরোনা।

---

(১) মেঘ ও বাতাসের পরিচালক সর্ব্বপ্রধান ফেরেশ্‌তা।

৮৯

ইয়া মকুন বা পীল বাননাঁ দুস্তী
ইয়া বেনা কুন্ খানায়ে দরখোর্দ্দে পীল

হয় ত কখন করো না প্রণয়
বড় মানুষের সনে
যদি কর, হও বড় লোক আগে
রেখ এই কথা মনে !

৯০

ওমেদে আফিয়ত আঙ্গাহ্ বুওদ্ মওফেকে আকেল
কে নব্‌জ্‌রা ব তবিয়ত্ শনাস্ নোমায়ী
বে পোর্স হরচে নাদানি কে জেল্লে পুর্‌সিদন্
দলিলে রাহে তু বাশদ ব এজ্জ ও দানায়ী।

তখনি স্বাস্থ্যের আশা করিবারে পারিবে
দেখাবে শরীর যবে দক্ষ কোন তবিবে, (১)
জাননা যা জিজ্ঞাসিতে লাজ নাহি করিবে
জিজ্ঞাসা জ্ঞানের বাতী অন্ধকার হরিবে।

(১) তবিব—চিকিৎসক।

৯১

হেকায়ত্ বর্ মেজাজে মোস্তমা গোয়ি
আগার দানী কে দারদ বা তু ময়লে
হর আঁ আকেল কে বা মজনুন্ নশিনদ্
নশায়দ্ কর্দ্দন্ জুজ্ জেক্‌রে লায়লে।

মেজাজ বুঝিয়া কথা কহিবে
শুনিতে যদি সে রাখে কামনা;
মজনুর সনে যবে বসিবে
লায়লীর কথা বিনা ব'লনা।

৯২

রকমে খোদ্ বনাদানী কশিদি
কে নাদান রা বসোহ্‌বত্ বর্ গুজিদি।
তলব কর্দ্দম্ জে দানায়াঁ একে পন্দ্
মরা গোফ্‌তন্দ্ বা নাদান মপয়ন্দ্।
কে গর্ দানায়ে দহ্‌রি খর্ বেবাশি
অগর্ নাদানি আবলাহ্‌তর্ বেবাশি।

নাদানের ছাপ মারা রবে তব ললাটে
নাদানের সনে যদি মিশ তুমি হে জ্ঞানি।

মহাজন সন্নিকটে চাহিলাম উপদেশ
"মিশিও না মূর্খ সনে" কহিলেন এ বাণী ;
মিশিলে পণ্ডিতো যদি হও, হবে জ্ঞানহীন
নাদানের শতগুণ বেড়ে যাবে নাদানী। (১)

৯৩

কসে কে লোৎফ্ কুনদ্ বা তু খাকে পায়শ্ বাশ্
অগর্ খেলাফ্ কুনদ্ দর দো চশ্মশ্ আফগন্ খাক্
সখন বা লোৎফ্ করম্ বা দোরশ্ত্ খোয়ে মগোয়ে
কে জঙ্গ খোর্দ্দা না গর্দ্দদ্ মাগার বসওহন্ পাক্।

কেহ যদি প্রাণ খুলি, ভাল বাসে তোমারে,
তাহার চরণ ধূলি হ'য়ে রও হ'য়ে রও।
বিরুদ্ধাচারী যে ঠিক শিক্ষা দাও তাহারে,
অত্যাচার তার নাহি সয়ে রও সয়ে রও।
কঠোর জনের সাথে কোমলতা চাই না
জাঙ্গারা কঠিন অতি উকা চাই তাই না!

৯৪

তা নেক্ না দানি কে সোখন্ আয়নে ছওয়াবস্ত্
বায়দকে বগোফ্তন্ দহন্ আজহম্ না কোশায়ী

(১) নাদান—মূর্খ। নাদানী—মূর্খতা

গর রাস্ত, সোখন গোয়ী ও দর্ বন্দ, বেমানী
বে জাঁকে দোরোগত, দেহদ্ আজ্ বন্দ, রেহায়ী ।

বহু উপকার নাহি বুঝ যদি
কথাতে
উচিত তোমার, রহিবে তখন
নীরবে ।
সে মিথ্যার চেয়ে— মুক্তি পাইবে
যাহাতে—
সত্যই ভাল— হউক শাস্তি
যা হবে ।

৯৩

একে রা কে আদত্ বুওদ্ রাস্তী
খতায়ে রওদ্ দর্ গোজারন্দ্ আজো,
অগর্ নামোয়ার শোদ্ বকওলে দোরোগ্
অগর্ রাস্ত বাওর্ নদারন্দ্ আজো ।

সত্য বাদী যে কখনো
মিথ্যাও যদি কহে সে,
বিশ্বাস করে সকলে
সমাদৃত সদা রহে সে ।
মিথ্যুক বলি যে জনা

হয়েছে জানিত সমাজে
সত্যও কভু কহিলে
নিন্দা-অনলে দহে সে।

৯৬

সগেরা লোক্‌মায়ে হরগেজ্‌ ফরামুশ
নগর্দ্দদ্‌ অর্‌ জনি সদ্‌ নওবতশ্‌ সঙ্গ্‌
অগর্‌ ওমরে নওয়াজি সেফলায়ে রা
বকমৃতর্‌ চীজে আয়দ্‌ বা তু দর্‌ জঙ্গ্‌।

ভুলে না কখন কুকুরে
এক মুষ্টি যদি পায় সে
শত পাথরের আঘাতও
তব হাতে যদি খায় সে।
সারাটি জীবন যতনে
পাল যদি হীন মানবে
সামান্য কারণে লড়িতে
তোমার সহিত ধায় সে।

৯৭

গাহ্‌ আন্দর্‌ নেয়ামতি মগরুর্‌ ও গাফেল্‌
গাহ্‌ আন্দর্‌ তঙ্গ্‌দস্তী খাস্তা ও রেশ

চু দর্ সর্রা ও জর্রা হালত্ ইনস্ত্
নদানম্ কয় বহক্ পরদাজী আজ্খেশ্ ?

পাইলে বিভব, রহিবে মত্ত,
তাহাতে
হইলে অভাব, রহিবে অস্থির
সন্তত ;
কখন চিত্ত করিবে নিয়োগ
খোদাতে
এমনই যদি অবস্থা তোমার,
বলত ?

৯৮

গর্ ব মহশর্ খেতাবে কহর্ কুনদ্
আম্বিয়ারা চে জায়ে মা জেরত্ আস্ত্
পরদা আজ্রুয়ে লোৎফ্ গো·বরদার্
কাস্ কিয়ারা ওমেদে মগ্ফেরত্ আস্ত

হাশরের দিনে যদি সে
গজব্ নজরে চাহে গো

ক্ষমতা কি নবী রসুলো
কোন কিছু তথা চাহে গো ?
রহম নজরে চাহিলে
গোনাগার যারা অতিও
সহজে যাইবে তরিয়া
"পোল্ সেরাতের" রাহে গো

২৭

না রওয়াদ্ মোর্গ্ স্যুয়ে দানা ফরাজ্
চু দিগর্ মোর্গ্ বিনদ্ আন্দর্ বন্দ
পন্দ্ গীর্ আজ্ মাছায়েবে দিগরাঁ।
তা নাগিরন্দ্ দিগরা বা তু পন্দ্।

পড়ে না বিহগ আনায়ে
দেখিলে একটী বন্দী
ব্যর্থ চতুর কিরাতের
শত প্রলোভন ফন্দি।
পরের বিপদ দেখিয়া
সাবধান হও এখনি,
থাকিতে সময় যতনে
পরিণাম পানে মন দি'।

১০০

শবে তারিক দোস্তানে খোদায়ে
মি বেতাবদ্ চু রোজে রখ্শেন্দা
বি সায়ীদত্ বজোরে বাজু নিস্ত্
তা না বখ্শদ্ খোদায়ে বখ্শেন্দা

গভীর আঁধার নিশীথে
যাঁহারা খোদার পেয়ারা
দিনের মতন চমকে
এমনি উজ্জ্বল তাঁহারা।
তাঁহার অপার মেহেরে
লভে এ কপাল মানবে
বাহু বলে নারে লভিতে
মহা বলীয়ান যাহারা।

১০১

গমী কজ্ পেশে শাদমানী বরি,
বে আজ্ শাদীয়ে কজ্ পেশ্ গম্ খোরি

দুঃখের পিছনে সুখ ভাল অতিশয়
আগে সুখ পরে দুঃখ অসহ্য নিশ্চয়

১০২

আজতু বকে নালম্ কে দিগর্ দাওয়ার্ নিস্ত্
অজ্ দস্তে তু হিচ্ দস্ত্ বালাতর্ নিস্ত্
আঁ রা কে তু রাহ্ দিহি কসে গম্ না কুনদ্
ও আঁরা কে তু গম্ কুনি কসে রাহ্‌বর্ নিস্ত্ ।

মনের বেদনা মোর   কব আর কাহারে ?
তুমি ছাড়া কেহ নাই   এ সংসার মাঝারে ।
যাহারে দেখাও পথ   পথহারা হবে না ;
বিপথে চালাও যারে   কে ফিরায় তাহারে !

১০৩

গরত্ খোয়ে মন্ আমাদ্ না সাজাওয়ার্
তু খোয়ে নেকে খেশ্ আজ্ দস্ত্ মগোজার্

আমার স্বভাব সত্য   ভাল নয় ভাল নয়
স্বভাবে তোমার মোরে   কর জয় কর জয় !

১০৪

ছনান্ না খোরন্দ্ ও নেগাহ্ দারন্দ
গোয়ান্দ্ ওমেদ্'বেহ কে খোর্দ্দা

রোজে বিনি বকামে দুশ্‌মন্
জর্‌ মান্দা ও খাকসার মোর্দা।

হতভাগা যারা খায় না
রাখে সমুদয় জমা'য়ে
খাওয়া পরা ভাবে তাহারা
ফেলিবে বিভব কমা'য়ে
সহসা একদা সপিয়া
অরাতির করে সকলি
যাইবে কোথায় ছাড়িয়া
বসুমতী প্রিয়তমা এ!

১০৫

মওয়াহেদ্‌ চে দর্‌পায়ে রিজি জরশ্‌
চে শমশেরে হিন্দী নেহি বর্‌ সরশ্‌
ওমেদ ও হরাসশ্‌ নাবাশদ্‌ জে কস্‌
বরিনস্ত বনিয়াদে তওহিদ্‌ ও বস্‌।

একেশ্বর বাদী ভবে যে
একি সে খোদার ভক্ত,

ডরে নাক খর অসিতে
চাহে নাক শাহী তখ্‌ত।
কোন আশা ভয় নাই তার
কারো হ'তে এই জগতে
খোদা ভকতের এই নিদর্শন
জগতে যে নেক- বখ্‌ত।

১০৬

নগোয়াদ্‌ আজ্‌ সরে বাজিচা হর্‌ফে
কেজো পন্দে না গিরদ্‌ সাহেবে হোশ্‌
অগর্‌ সদ্‌ বাবে হেকমত্‌ পেশে নাদাঁ
বে খানি আয়দশ্‌ বাজিচা দর্‌ গোশ।

কেহ কভু কোন কথা খেলা ছলে কয় না
যাহা হ'তে জ্ঞানী জন উপদেশ লয় না।
পড়িয়া শুনাও শত দর্শনের পরিচ্ছেদ ;
অবোধের কাছে তার কোন দাম হয় না।



কয়েকটি কথা

গ্রন্থকারগণ সমালোচনা দ্বারা উপকৃত হইবার আশা করিয়া থাকেন। লিখিত বিষয়ের দোষ গুণ প্রদর্শন করিয়া প্রয়োজন মত উপদেশ দিয়া সৎ সাহিত্য সৃষ্টির সহায়তা করা সমালোচকগণের কর্ত্তব্য। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে তাহার ব্যত্যয় দেখিয়া দুঃখিত হইতে হয়। গত বৎসর (১৩৩৩) কার্ত্তিক মাসের সওগাতে বর্ত্তমান গ্রন্থ সাদীর কালামের নিম্নলিখিত রূপ সমালোচনা বাহির হইয়াছিল;—

"পারস্যের মহাকবি সাদী রচিত গোলেস্তাঁর কতকগুলি বাছা বাছা নীতি উপদেশ মূলক কবিতার বাঙ্গলা পদ্যানুবাদ। অনুবাদের নমুনা দেখুন,—

"শিক্ষকের তাড়না না সহে যে বালক
জীবনের কঠোরতা তাহার শিক্ষক।"

ইহাও যদি কবিতা হয় তাহা হইলে

"কাঁঠালের ঠোঙ্গা নিয়ে নাচে নন্দলাল
ফস করে নিয়ে গেল এক বেটা চিল।"

কেন কবিতা হইবে না? বই খানার আদ্যোপান্ত এই রূপ জঘন্য অনুবাদে পূর্ণ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। ভাবকে চরণে মিলাইয়া দিতে পারিলেই কাব্যানুবাদ হয় না; সৌন্দর্য্যগ্রাহিতাও তার জন্য আবশ্যক। এই জিনিষটা যার মধ্যে নাই তার পক্ষে সাদীর কাব্যের কাব্যানুবাদে প্রবৃত্ত না হইয়া গদ্যানুবাদে হাত মক্শ্ করিলেই ঠিক হইত। তাহাতে সাদীর কাব্যের ইজ্জত ও বজায় থাকিত, বাঙ্গলার পাঠকেরা কর্ণ-জ্বালাও

অনেকটা কম হইত। সাদীও বোধ হয় গোর হইতে নড়িয়া উঠিয়া বলিতে চেষ্টা করিতেছেন,—"খোদা, এমন অনুবাদকের হাত হইতে আমাকে বাঁচাও।" "পুস্তক কীট"

এই "পুস্তক কীট" কে তাহা নিঃসন্দেহ রূপে জানিতে পারি নাই। জানিতে পারিলে তাঁহার নিকট হইতে কাব্যানুবাদ সম্বন্ধে উপদেশ লাভের চেষ্টা করিতাম। তিনি তাঁহার সমালোচনায় বলিয়াছেন,—

(১) আমি সাদীর বয়াতের কবিতায় অনুবাদ করিতে গিয়া সাদীর কাব্যের ইজ্জত নষ্ট করিয়াছি। এমন কি তিনি মনে করেন, এই অপমানের জন্য শেখ সাদী গোরের মধ্যে অত্যন্ত বিচলিত হইয়া পড়িয়াছেন।

(২) আমার মধ্যে সৌন্দর্য্যগ্রাহিতা গুণ নাই; সুতরাং কবিতার অনুবাদ কবিতায় না করিয়া গদ্যানুবাদে হাত মক্‌শ্‌ করাই আমার উচিত ছিল।

(৩) উদ্ধৃত দুই পংক্তি কবিতার ন্যায় "সাদীর কালামের" সমস্ত কবিতাই অত্যন্ত জঘন্য। তজ্জন্য পাঠকের কর্ণ-জ্বালা অত্যন্ত বাড়িয়া গিয়াছে।

আমার এই অনুবাদের জন্য পাঠকের কর্ণ জ্বালা কতদূর বাড়িয়াছে বা না বাড়িয়াছে আশা করি, পাঠক সাধারণই তাহার বিচার করিবেন। পক্ষান্তরে এই অনুবাদ গুলির জন্য শেখ সাদী তাঁহার কবিতার ইজ্জত নষ্ট হইবার আশঙ্কায় গোরের ভিতর কিরূপ অনুভব করিতেছেন বা কি করিতেছেন তাহাও অনুমান করা আমার পক্ষে সম্ভবপর নহে। আমার অনুবাদে অনেক দোষ ত্রুটী আছে তাহা বিনীত ভাবে স্বীকার করিতেছি এবং পুস্তকের ভূমিকাতেও সে কথার উল্লেখ করিয়াছি। তথাপি "গদ্যানুবাদে হাত মক্‌শ্‌" না করিয়া পদ্যানুবাদে অগ্রসর হইবার হেতু এই যে, এই সমস্ত নীতি-উপদেশ পূর্ণ কবিতা; কবিতায় অনুবাদিত হইলে চাণক্য শ্লোকের

ন্যায় তাহা সর্ব্বত্র সহজে ব্যবহৃত হইতে পারে। মোস্লেম-জাতীয়তার জন্য তাহা একান্ত প্রয়োজনীয় মনে করি। যখন অন্য কোন উপযুক্ত ব্যক্তি এযাবৎ এই কার্য্যে হস্তক্ষেপ করেন নাই তখন আমার ন্যায় সামান্য ব্যক্তিই ইহাতে অগ্রসর হওয়া সঙ্গত মনে করিয়াছে!

যে কবিতাটি উদ্ধৃত করিয়া সওগাত-সমালোচক সাদীর কালামের সমস্ত কবিতাই এইরূপ জঘন্য বলিয়া প্রকাশ্যভাবে ঘোষণা করিয়াছেন, তাহা কতদূর নিন্দনীয় তৎসম্বন্ধে এখানে সংক্ষেপে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব। (সাদীর কালামের ২৯ পৃষ্ঠায় ঐ কবিতাটি দ্রষ্টব্য)।

"কাঁঠালের ঠোঙ্গা নিয়ে নাচে নন্দলাল
ফস্ করে নিয়ে গেল এক বেটা চিল।"

এই দুইটি লাইনের সহিত সাদীর কালামের উদ্ধৃত কবিতাটীর কোন্ কোন্ বিষয়ের তুলনা হইতে পারে তাহা বুঝিতে পারিতেছি না। "কাঁঠালের ঠোঙ্গা" কবিতাটীর মধ্যে অর্থহীন উদ্ভট শব্দ আছে, মিলনের ত্রুটি আছে; ভাব বা উপদেশ তেমন কিছুই নাই। পক্ষান্তরে সাদীর কালামের উদ্ধৃত কবিতাটির মধ্যে কোন উদ্ভট শব্দ নাই, মিলের বা যতির ত্রুটী নাই, ইহাতে বেশ মূল্যবান একটি উপদেশও আছে। অতএব সমালোচক "সাদীর কালামের" কবিতাটির সহিত তাঁহার উদ্ধৃত কবিতাটির তুলন করিলেন কোন্ কোন্ দিক দিয়া? এই দুইটি কবিতার মধ্যে কি এমন সামঞ্জস্য আছে? কেহ কেহ বলিয়াছেন, "শিক্ষকের"সহিত "দীক্ষক" এইরূপ কোন শব্দ হইলেই মিল ভাল হইত। মিল ভাল হইত সন্দেহ নাই। কি যেরূপ মিলান হইয়াছে ইহাতেও কোন দোষ ঘটে নাই। হিন্দু-মুসলমা সকল কবিই এইরূপ মিল মিলাইয়া থাকেন। যে কোন কবির যে কো কবিতা পুস্তক অন্বেষণ করিলেই এ কথার সত্যতা বুঝা যাইবে। কেহ কে বলিয়াছেন, —"সাদীর কালামের" অনুবাদিত পংক্তি দু'টিতে র

একান্ত অভাব। অতএব ইহা কবিতা নহে।" উহাতে রস নাই তাহা আমিও স্বীকার করি। কিন্তু মূল পার্সী বয়াতটীর মধ্যেই বা এমন কি রস আছে? আসলে রস না থাকিলে তাহার অনুবাদে রস লেখক বাটী হইতে আনিতে পারেন না। সৌন্দর্য্যগ্রাহিতা আমার না থাকিতে পারে; কিন্তু এই শিশু-পাঠ্য উপদেশ মূলক নীতি কবিতাটীর অনুবাদে সৌন্দর্য্য বা রসের আমদানী কেমন করিয়া সম্ভবপর তাহা আমি বুঝি না। কোকিল-কুজন, ভ্রমর-গুঞ্জন, মলয়ার শিহরণ, বিরহের ক্রন্দন, প্রেমের আলিঙ্গন, মিলনের চুম্বন ইত্যাদি রসাত্মক কাব্য-সৌন্দর্য্যের প্রতি যাঁহাদের একান্ত লোলুপ দৃষ্টি "সাদীর কালামের" নিরীহ অনুবাদক তাঁহাদের আশা পূর্ণ করিতে অক্ষম বলিয়া একান্তই দুঃখিত।

অনুবাদের দিক দিয়াও আলোচ্য কবিতাটিতে কোন দোষ ঘটিয়াছে বলিয়া মনে হয় না। প্রথম পংক্তির অনুবাদ শব্দগত (Literal) সুতরাং ইহাতে বলিবার কিছুই থাকিতে পারে না। দ্বিতীয় পংক্তির অনুবাদটি শাব্দিক না হইলেও ইহাতে মূল কবিতার মর্ম্ম প্রকাশিত হইয়াছে। কবি-তার কবিতায় অনুবাদ সর্ব্বত্র শব্দগত হওয়া কিছুতেই সম্ভবপর নহে। মর্ম্মগত অনুবাদ অনেক ক্ষেত্রে অপরিহার্য্য। সকল অনুবাদকই এই উভয় প্রকার অনুবাদ করিয়াছেন। সুতরাং আমার অপরাধ কি বুঝিতে পারিতেছি না।

সাদীর কালামের উক্ত অনুবাদটি কত দূর দোষাবহ হইয়াছে তৎসম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হইবার জন্য কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তির মত জানিতে অভিলাষী হইয়াছিলাম। জনাব মওলানা মোহাম্মদ আকরম খান সাহেবের মত সর্ব্ব-জনমান্য বিশিষ্ট আলেম ব্যক্তির মতেও এই অনুবাদে কোন দোষ ঘটে নাই। পক্ষান্তরে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন সর্ব্বজন পরিচিত বিখ্যাত অধ্যাপক বহু গ্রন্থ প্রণেতা বিশেষজ্ঞ পণ্ডিত ব্যক্তিও এই কবিতাটিতে কোন

দোষ দেখিতে পান নাই ; বরং ইহা একটি 'উত্তম কবিতা' বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এ সম্বন্ধে যতগুলি অভিমত পাইয়াছি প্রায় সমস্তই উপরোক্ত মর্ম্মের। সুতরাং আলোচ্য কবিতাটি লিখিয়া আমি বাঙ্গলা কাব্য-সাহিত্যের একেবারে সর্ব্বনাশ করিয়া ফেলিয়াছি এবং মহাকবি শেখ সাদী মরহুমের কবরের নিরাপদ শান্তি নষ্ঠ করিয়াছি কিছুতেই এরূপ মনে করিতে পারিতেছি না। ইহাতে যদি সওগাত-সমালোচক, সওগাত-সম্পাদক বা "অন্য অনেক পাঠকের কর্ণ-জ্বালা" বাড়িয়া গিয়া থাকে তবে আমি তাহাতে লাচার ; কারণ আমি আমার কোন অপরাধই বুঝিতে পারিতেছি না।

উপসংহারে নিবেদন,—যদি কোন অভিজ্ঞ পাঠক সাদীর কালামের আলোচ্য কবিতাটিতে কি দোষ-ত্রুটী ঘটিয়াছে তাহা আমাকে বুঝাইয়া দেন এবং উক্ত অনুবাদের পরিবর্ত্তে একটী শ্রেষ্ঠতর অনুবাদ উপস্থিত করেন তাহা হইলে তাঁহার নিকট চিরকৃতজ্ঞ থাকিব। আমি আমার নিজের দোষ-ত্রুটী জানিতে ও তৎসংশোধনে সর্ব্বদাই প্রস্তুত।

বিনীত

শেখ হবিবর রহমান

কলিকাতা বিশ্ব বিদ্যালয়ের বাঙ্গালা ভাষার ভূতপূর্ব্ব পরীক্ষক

কবিবর মৌলভী

শেখ হবিবর রহমান সাহিত্য-রত্ন এল, টি, প্রণীত

অতুলনীয় গ্রন্থাবলী

১। কোহিনূর কাব্য

"কোহিনূর" বঙ্গ সাহিত্যে বাস্তবিকই কোহিনূর। সৃষ্টির পূর্ব্ব হইতে হজরত আদম (আঃ) তওবা কবুল হওয়া পর্য্যন্ত ঘটনাবলী বিবিধ ভাব-কল্পনা অলঙ্কারাদিতে বিশোভিত হইয়া এই পুস্তকে প্রকাশিত হইয়াছে। ইহার ভাবের অনন্ত গভীরতা, কল্পনার বিমান-স্পর্শী উচ্চতা, ভাষার বিশ্ব বিমোহন পবিত্রতা ও মধুরতা বঙ্গ-সাহিত্যে একেবারে অতুলনীয়। পুস্তকখানি মহাকবি মিল্টনের প্যারাডাইজ লষ্টের সহিত উপমিত। মূল্য ১৷৵০ মাত্র।

২। পারিজাত

পারিজাত বাস্তবিকই কবিতা কাননের পারিজাত। ইহার ভাব স্বর্গীয়, সুর স্বর্গীয়, লক্ষ্য স্বর্গীয়। সুললিত ছন্দে উচ্ছ্বসিত ভাবে পারিজাত মোস্লেম-কাব্য জগতে যুগান্তর আনায়ন করিয়াছে। প্রধান প্রধান হিন্দু-মুসলমান সংবাদপত্র এবং পণ্ডিত মণ্ডলী কর্ত্তৃক মুক্তকণ্ঠে প্রশংসিত। অভিনব বেশে তৃতীয় সংস্করণ মূল্য ॥০ আনা।

৩। আবেহায়াত

বাঙ্গালা ভাষায় পারস্য গজলের অপূর্ব্ব মাধুরী ও স্বর্গীয় প্রেমের মধুর ঝঙ্কার। ইহা বাঙ্গালা সাহিত্যে নূতন সামগ্রী। পুস্তকখানি পাঠ করিলে ধর্ম্ম ভাবের উচ্ছ্বাসে ও স্বর্গীয় প্রেমের অপূর্ব্ব বিকাশে আত্ম-হারা হইতে হইবে। বর্দ্ধিত আকারে দ্বিতীয় সংস্করণ মূল্য ॥০ আনা।

৪। চেতনা

চেতনা পাঠে হৃদয়ে নবজীবনের সাড়া অনুভব করিবেন। বিষয়ের গুরুত্ব হিসাবে ইহার মূল্য লক্ষ কোহিনূর সদৃশ। দ্বিতীয় সংস্করণ। মূল্য ।৵০ মাত্র।

৫। নিয়ামত

নিয়ামত বাস্তবিকই বেহেশ্‌তের নিয়ামত। মোল্লা বাকাউল্লা, ভদ্রলোক, নূরল হোসেন, প্রভৃতি যে সমস্ত অমূল্য গল্প পাঠে একদিন মোহাম্মদীর সহস্র সহস্র পাঠক হর্ষ-পুলকিত ও বিস্ময় বিহ্বল হইয়াছিলেন সেইরূপ বারটি গল্প ইহাতে স্থান পাইয়াছে। পাঠে কখনও হাসিয়া অধীর হইতে হইবে, আবার কখনও অশ্রু সংবরণ কঠিন হইয়া পড়িবে। একাধারে বিবিধ ইসলামিক শিক্ষা সম্বলিত জাতীয়তার আদর্শ, বিচিত্র রসে মধুর এমন অমূল্য গ্রন্থ বঙ্গভাষায় আর নাই। মূল্য ১৲ একটাকা।

৬। বাঁশরী

বাঁশরীর অপূর্ব্ব সুরে আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই বিমুগ্ধ এবং স্বর্গীয় ভাবে বিভোর হইয়া যাইবেন। হৃদয়ের তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে আনন্দের ঝঙ্কার উঠিবে। মূল্য ১৲ একটাকা।

৭। হাসির গল্প

ক্ষুদ্র বৃহৎ শতাধিক হাসির গল্প। প্রত্যেক গল্প পাঠে হাসিয়া হাসিয়া অধীর হইতে হইবে; সঙ্গে সঙ্গে যথেষ্ট উপদেশও লাভ হইবে। শিশু পাঠ্য নির্দ্দোষ আমোদের বই। সচিত্র তৃতীয় সংস্করণ মূল্য ৷৷৹।

৮। পরীর কাহিনী

বিংশ শতাব্দীর আরব্যোপন্যাস! স্বপ্নাতীত কল্পনাতীত অপূর্ব্ব ঘটনা। পরীজাদী গোলবাহারের সহিত দুরাত্মা দৈত্য আর্দ্দাহাশের ক্রমাগত সংঘর্ষের বিস্ময়কর অদ্ভুত লোমহর্ষণ কাহিনী। দানবগণের ভীষণ প্রতি-হিংসা, তাহার ফলে মায়াজালে পরিবেষ্টিত মনোয়ারের আত্ম-হত্যা ইত্যাদি ঘটনা পড়িয়া বিস্ময়ে অবাক হউন। এমন কৌতুহলোদ্দীপক সত্য ঘটনা-মূলক গ্রন্থ বঙ্গ-ভাষায় আর নাই। সুন্দর বাঁধাই; ১ম ও দ্বিতীয় ভাগ একত্রে তৃতীয় সংস্করণ। মূল্য ৸৹ বার আনা মাত্র।

৯। ভারত-সম্রাট বাবর

ভারতে মোগল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা, অধ্যাবসায়ের জীবন্ত প্রতিমূর্ত্তি মহামতি সম্রাট বাবরের সংক্ষিপ্ত জীবনী। সুকুমারমতি বালক বালিকা গণের উপযোগী সহজ সরল ভাষায় লিখিত। মূল্য ।৵৹ মাত্র

১০। আলমগীর

উপন্যাসের মাধুরী এবং ইতিহাসের সত্য এই পুস্তকে একাধারে বিরাজিত। স্বার্থান্ধ বিধর্ম্মী লেখকগণ সম্রাট আওরঙ্গজীব সম্বন্ধে যে সমস্ত অলীক কলঙ্ক কাহিনী প্রচার করিয়াছেন এই পুস্তক পাঠে তৎসমুদয় সম্যক বিদূরিত হইবে। প্রসঙ্গক্রমে বহু অমূল্য তত্ত্ব অবগত হওয়া যাইবে। বিষয়-মাহাত্ম্যে, ঘটনা-বৈচিত্র্যে ও লিপিচাতুর্য্যে এই গ্রন্থ বঙ্গ সাহিত্যে অতুলনীয়। পুস্তকের আকার সুবৃহৎ, ৩২২ পৃষ্ঠা, সুন্দর সিল্কের বাঁধা। দ্বিতীয় সংস্করণ মূল্য—১৷৵০ মাত্র।

১১। সুন্দর বনে ভ্রমণ কাহিনী

বঙ্গ সাহিত্যে অভিনব পুস্তক। চির রহস্য-মধুর সুন্দর বনের বিরাট গম্ভীর দৃশ্য এই পুস্তক খানি পড়িতে পড়িতে পাঠকের নয়ন সম্মুখে মূর্ত্ত বলিয়া মনে হইবে। কোথাও বা আতঙ্কে দেহ কণ্টকিত হইয়া উঠিবে, আবার কোথাও বা বর্ণনার ললিত ছটায়, হাস্য রসের, অনাবিল উচ্ছ্বাসে পাঠক আনন্দে আত্মহারা হইয়া পড়িবেন। সুন্দর বনের দৈত্য দানব গণের অদ্ভুত কাহিনী, বাওয়ালী ও শিকারীগণের দুঃসাহসিক কার্য্যাবলী পাঠককে চমকিত করিয়া দিবে। পুস্তকের শেষে কতকগুলি বাঘের মন্ত্রও সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। মূল্য ৸০ বার আনা মাত্র।

১২। আমার সাহিত্য-জীবন

ইহাতে জানিবার, শিখিবার ও বুঝিবার অনেক কথা আছে। যাঁহারা সাহিত্য-পথের নূতন পথিক তাঁহাদের প্রত্যেকেরই এই পুস্তক খানি পড়া বিশেষ প্রয়োজন। অনেক কাজের কথা ইহাতে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। ভাষা ও বর্ণনা উপন্যাসের ন্যায় মধুর। মূল্য ॥০ আট আনা মাত্র।

(১ম ৯ নয় খানি পুস্তক গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক প্রাইজ ও লাইব্রেরীর জন্য অনুমোদিত।) প্রধান প্রধান পুস্তকালয়ে প্রাপ্তব্য

মোহাম্মদ মোবারক আলী
মখ্‌দুমী লাইব্রেরী,
১৫নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা।